৬

প্রথম পর্যায়ে

প্রবহমান বাংলাচর্চা

বসিরহাট কলেজের বাংলা বিভাগ ও আইকিউএসি এবং
প্রবহমান বাংলাচর্চার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত
একদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ সংকলন

প্রবহমান বাংলাচর্চা ৬

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

(প্রথম পর্যায়)

বাংলাচর্চার সপ্তম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

সম্পাদনা

সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদনা সহযোগী

সুধাংশুকুমার সরকার
ধনেশ্বর দাস
প্রণব নস্কর
দেবায়ন চৌধুরী
লাল্টু মাইতি
অনিমেষ নস্কর
আশিষ রায়

বিশেষ সহায়তা

রাজকুমার দাস
অদীপ কুমার ঘোষ
সোমা পাল চাকী
সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী
সাবির মণ্ডল
জহর আলি মণ্ডল
বিদিশা ঘোষ
সঞ্জয় হালদার
কৌশিক পণ্ডা
অন্বেষা সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি

বরুণকুমার চক্রবর্তী
পিনাকেশ সরকার
সত্যবতী গিরি
দীপক কুমার রায়
মীর রেজাউল করিম
তপন মণ্ডল

বারুইপুর
কলকাতা - ৭০০১৪৪

PRABAHAMAN BANGLACHARCHA 6
(First Phase)

A Collection of Peer-Reviewed Research Articles
presented in the Seventh International Seminar at
Basirhat College, North 24 Parganas.

First Imprint : 24th December, 2022

ISBN : 978-93-5777-181-8

© PRABAHAMAN BANGLACHARCHA

Rs. 750/-

Published by 'Prabahaman Banglacharcha'
Beharapara, Baruipur, Kolkatta – 700144
Website : kolpbc@blogspot.com
E-Mail : kolpbc@gmail.com

প্রবহমান বাংলাচর্চা ৬
(প্রথম পর্যায়)

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন
বসিরহাট কলেজ, উত্তর ২৪ পরগনা-তে আয়োজিত
'প্রবহমান বাংলাচর্চা'র সপ্তম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

প্রথম প্রকাশ : ২৪ ডিসেম্বর, ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রবহমান বাংলাচর্চা

মুদ্রণ : আলফাবিটা ইম্প্রেশন
মহেশতলা, কল – ১৪২

মূল্য : ৭৫০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

ভূমিকা iii

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য

রাঢ়ের দেবতা ধর্মঠাকুর : আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে বীরভূম
অরূপ চক্রবর্ত্তী ১৫

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের ভাষাশৈলী অনুসন্ধান
আবদুল্লা রহমান ২৩

বাউল গানে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ
জয়শ্রী রায় ৩৪

বাংলা তথা ভারতের মাতৃসাধনার ইতিকথা
একটি সামাজিক-ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক বিশ্লেষণ
তনুময় কোলে ৪৫

বৈরাগ্যে, ঔদাসিন্যে স্বেচ্ছায় বিস্মৃতপ্রায় রামানন্দ যতি
দীপায়ন পাল ৫৪

কাশীরাম দাস অনূদিত মহাভারতে মানবতাবাদ
নন্দ কুমার পাখিড়া ৫৯

কবিকঙ্কণ-এর কালকেতু পালা : পরিবেশ প্রসঙ্গ
শুচিস্মিতা পান ৬৮

পালাগান হিসেবে : বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ বা মনসার পাঁচালী
সুনীলকুমার রায় ৭৪

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না ও উপেক্ষিতা নারী :
আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান
সুস্মিতা ঘোষ ৯২

কাব্য-কবিতা

কবিতা সিংহের 'সহজ সুন্দরী' : লোকোপাদানের আলোকে
উপানন্দ ধবল ১০০

পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক ভাষার কবিতার নির্মাণ কৌশল
কার্তিক নাগ ১০৯
আধুনিক কবিতায় বিরহ চেতনা
কেয়া মুস্তাফী ১১৯
'কথামানবী' : স্বতন্ত্র চেতনায় ঋদ্ধ নারীর জীবন্ত বাক্‌প্রতিমা
তাপস পাল ১২৪
নয়ের দশকের কবি ও কবিতা :
যশোধরা রায়চৌধুরীর কলমে সমসময়ের প্রতিচ্ছবি
পারমিতা ব্যানার্জি (সিনহা) ১৩৩
দেশপ্রেমের আলোকে দুই বাংলা :
প্রেক্ষিত শঙ্খ ঘোষ ও শামসুর রাহমানের নির্বাচিত কবিতা
পৌলোমী রায় ১৪২
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় সমাজ ভাবনা
মোঃ মাফিকুল ইসলাম ১৫০
'রাত্রি' কবিতায় জীবনানন্দের আশাবাদ
রাইসা রহমান ১৫৮
বাংলাদেশের আটের দশকের কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি
রিয়া ঢোল ১৬৭
আত্মানুসন্ধানী কবি জয় গোস্বামী
শর্মিষ্ঠা সিনহা ১৮৬
কবি হেমচন্দ্রের কাহিনি কাব্য : নবমূল্যায়নে
শিপ্রা হালদার ১৯৪
সমর সেনের কবিতা : প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা
শ্রুতিপর্ণা রায় ২০৩
বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের নির্বাচিত কয়েকজন কবির কবিতা :
একটি তুলনামূলক পাঠ
সুধৃতি রায় ২১৪
"অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে":
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আত্মনিরীক্ষণ-প্রয়াস
সৌরভ মজুমদার ২২৫
'নীরার কাছে' সুনীল : 'শরীর'-এ স্পর্শটুকু নাও
স্বরাজ কুমার দাশ ২৩৭

'রাত্রি' কবিতায় জীবনানন্দের আশাবাদ

রাইসা রহমান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে যুদ্ধ ও জীবন জটিলতা যখন সমার্থক হয়ে উঠেছিল এমনই এক তমসাঘনক্ষণে কবি জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) অত্যন্ত মননিষ্ঠ চল্লিশটি কবিতার সমারোহে নির্মিত 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) কাব্যের অন্যতম এবং চতুর্দশ কবিতাটি হল 'রাত্রি'। ইতিপূর্বে সৃষ্ট 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির অনুরূপ আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপটে রচিত 'রাত্রি' কবিতাটি, যদিও প্রকাশভঙ্গী ও শব্দচয়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অভিনব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কোনো স্থানিক ঘটনা নয়। এ ছিল বিশ্বগ্রাসী। এর প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। দেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব সর্বব্যাপী সঙ্কটে জর্জরিত। অসুস্থ চেতনা, সুস্থবুদ্ধিহীনতা, অন্ধ স্বার্থপরতা, সর্বতো বিষাদময়তা ও রুচিহীন বিলাসিতায় আমাদের দেশ সহ পৃথিবী ভেসে চলেছে। যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ বিশ্ব ও জগৎ, ধ্বংস ও বিপর্যয় যার স্বাভাবিকতা, মানুষ কেবল পরস্পরের প্রতি আস্থা হারায়নি, নিজের প্রতিও আস্থাহীন, এমনই এক প্রতিবেশ যা যুদ্ধ ও যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের সঙ্গে মানানসই, কবি সেই জগৎ ও জীবনের, দেশ ও সময়ের অধিবাসী। ইউরোপে তখন 'আধুনিক লন্ডন ব্রিজ' ভেঙে পড়ছে, আর বাংলার নগরজীবনের আকাশে 'সাতটি তারা' (আলোকবর্তিকাস্বরূপ সপ্তর্ষিমন্ডল) তমসাচ্ছন্ন। এই অনভিপ্রেত, অসহনীয় অথচ অনিবার্য বাস্তবকে কবি তার চর্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রকৃতি যা সতত আশারবাণী ও অশুভ থেকে মুক্তির আশীর্বাণী বহন করে চলে সেও যুদ্ধের অভিঘাতে আজ 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' অথবা নগর জীবনের কাঙ্ক্ষিত আলোক ধারা যেন 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' নিকষ কালো, ঘন, গাঢ় অন্ধকার। জীবনের সব ক্ষেত্রে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়। গোটা পৃথিবী, আমাদের মাতৃভূমি এবং এই কল্লোলিনী কলকাতা যেন মহাপ্রলয়ের গ্রাসে ডুবে যাবে অনতিবিলম্বে।

তথাপি, আশাবাদের কবি জীবনানন্দ তাঁর গভীর প্রজ্ঞার ব্যবহারে, মানব অন্তর্লোকের প্রেমবোধে, কবি চেতনার অন্তহীন মৌল আন্তরিকতায় রাহু মুক্তির পথ খোঁজেন। তাই দীর্ঘ অমানিশার যাত্রা পথ পেরিয়ে আলো অভিমুখে অগ্রসরের সাঙ্কেতিকতায় পূর্ণ 'রাত্রি' কবিতাটি তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে পাঠককে উদাত্ত আহ্বান জানায়।

জীবনানন্দের ইতিহাস, সমাজ, সময়কাল, প্রকৃতি চেতনার মতো প্রেম ও এক অন্যতম উপাদান। 'ঝরাপালক'-এ যে প্রেম চিন্তার আবেগ উত্তপ্ত হয়ে দানাবেঁধে উঠতে পারেনি, যে প্রেম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে বিষণ্ণ, শীতার্ত পটভূমিতে রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, 'বনলতা সেন'-এ সেই প্রেম দেহজ রমণীয়তাকে কেন্দ্র করে বৈদেহী সৌন্দর্যের রহস্যময়তায় প্রদীপ্ত হয়েছে। 'মহাপৃথিবী'- তে কবি অপরিচিত নক্ষত্র অনুপম শিল্পলোক রচনা করেছেন, যা ইহলোকের তুলনায় শুদ্ধতর ও সত্যতর। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার বর্বর দিকটি এখানে অসাধারণ চিত্ররূপ লাভ করেছে। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় বাস্তব পৃথিবীর সমান্তরালে স্বপ্নলোকে প্রয়াণ। এখানে আছে অনুভূতির গভীরতা, জ্ঞানগর্ভ চিন্তা- চেতনা, গাঢ় জীবন অনীহা ও ক্লান্তি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত লোকালয়ের মৃত্যু ও মারণাস্ত্রের নির্মমতার মুখে কবি জীবনের প্রবহমান স্পন্দন অনুভব করেছেন। 'গোধূলি সন্ধ্যার নৃত্য' কবিতায় যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতা লক্ষিত হয়। এখানে কবির জীবন ক্লান্তিমুক্ত অভিনব আশ্রয় চেতনাস্নাত। কবি এখানে নিসর্গকে অবলম্বন করে নিজেকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। কবি জীবনের বিরহ ব্যথাযুক্ত দিকটিও নিসর্গে আরোপিত করে তুলেছেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় কবি মানসের অনিহার ক্রমবিস্তার। 'সুদর্শনা'-য় প্রেম বিরহের নানা আর্তি প্রকাশিত হয়।

১

জীবনানন্দের সময়চেতনা দর্শন ভাবনার সাথে অন্বিত হয়ে গেছে। যা সময় চেতনার সূচনা লগ্ন থেকে পরিণামের বিবর্তন পর্যন্ত রূপায়িত হয়েছে। কবির সময়চেতনা শুধু রোমান্টিক নয়, তা প্রজ্ঞার দ্বারা সমাহৃত। কবির জীবনবোধ, আকাঙ্ক্ষা, বেদনার্ত জিজ্ঞাসা তাঁকে নির্জনতম করে তুলেছিল। কবি কখনো সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন, কখনো শুভ রাষ্ট্রের কল্পনা করে রূপসী বাংলায় ফিরতে চেয়েছেন। কখনো মানবচেতনার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর কবিতায় লোক-ঐতিহ্য, লোকপুরাণের অনুষঙ্গগুলি ও শাশ্বত জীবন ধারায় প্রতিভাত হয়। তিনি স্মৃতির সমাবেশ ঘটিয়ে তাকে চৈতন্যের সার্বজনিক তীর্থে উত্তীর্ণ করে তোলার কথা বলেছেন। তাঁর কবিতায় নিঃসঙ্গ পীড়িত সত্তার আর্তি ধ্বনিত হতে শোনা যায়।

জীবনানন্দের কবিতায় নারীর মানস ও মনস্তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থানাধিকারী। এই নারীরা দেহরূপে নন, প্রেরণাদায়ীরূপে শক্তিভূতে সনাতনী। তাঁর নারী একইসঙ্গে পিপাসার, ইন্দ্রিয়বোধের, কখনো ভয়ঙ্করী, আবার কখনো-বা জীবনসঙ্গী। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে বিশিষ্টতম কবিব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ।

তাঁর কবিতায় অনন্যসাধারণ স্বতন্ত্রতা, সময়চেতনা, ইতিহাসবোধ, ছন্দ, রূপকল্প, ইন্দ্রিয়ঘন ভাবাবেগ নিয়ে স্বতন্ত্র কবি তার আসরে এক নব ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছেন।

জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম একটি কবিতা 'রাত্রি'। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যার 'কবিতা' পত্রিকায়। পূর্ববর্তী 'মহাপৃথিবী'-তে মানবজীবন ও সভ্যতার যে জটিল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, 'সাতটি তারার তিমির' কাব্য গ্রন্থে কিছুটা হলেও তারই পুনরাবর্তন ঘটেছে। অবশ্য একই সাথে নতুন প্রকাশন 'নব সংকেতে' নতুন প্রতীক রূপে ধরা দিয়েছে। এ সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নানা কারণে আলোড়িত, আন্তর্জাতিক সঙ্কট, আত্মঘাতী বুদ্ধিরুচিহীন স্বার্থমোহান্ধতায় মানব সমাজ ছিল আচ্ছন্ন। কবি এমতাবস্থায় স্থিতধী প্রজ্ঞার দ্বারা উপনীত হতে চেয়েছিলেন গভীরতায়। মহাপৃথিবীর যে বিষাদময়তা 'সাতটি তারার তিমির'-এ গূঢ় সংকেতবাহী হয়ে ওঠে। যে সপ্তর্ষিমণ্ডল মানুষের আশা ও বিশ্বাসময়তার প্রতীক ছিল তা আজ আর মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে সক্ষম নয়। পরিবর্তে, এক তিমিরাচ্ছন্নতায় পৃথিবী যেন ক্রমে ক্রমে নিরবচ্ছিন্ন-নিস্তেজ হয়ে আসছিল। কবির চেতনাসত্তাও হয়ে পড়েছিল নিস্প্রভ। গ্রন্থের রচনাকাল মূলত অসহযোগ আন্দোলনের অস্থিরতা থেকে পঞ্চাশের মন্বন্তরকালীন সময়কালের ঘেরাটোপে আবদ্ধ ছিল– ফলত নানা সংশয়, বিভ্রান্তি, ব্যথার বাণী ঘুরে ফিরে এসেছিল। কাব্যখানিতে সত্যকল্পনার বিভ্রান্ত জগৎ বর্জন করে অনুভূতির সাংকেতিকতার গূঢ়ার্থ উন্মোচিত হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ অথচ সচেতন জগতের অধিকারী। মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের প্রেক্ষিতে ধ্বংস ও বিপর্যয় অবক্ষয়িত সমাজ জীবনের এক শোকাবহ চিত্র উন্মোচিত হয়েছিল। বিশ্বাসহীনতার অতল অন্ধকারে সকল শক্তি হয়ে পড়েছিল অবসন্ন। মহান রীতি বা সত্যের প্রাচীন আলোকবর্তিকা হয়ে পড়েছিল নিস্তেজ ও পরাহত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বে মূল্যবোধের অভাব, ঘরে বাইরে নিরন্তর তমসাবৃত পরিবেশ, মানবহৃদয়ে মূল্যবোধের অন্তর্ধানে নাগরিক পৃথিবী জঙ্গলাকীর্ণ বনভূমির মতো হয়ে পড়েছিল। সভ্যতার এই জান্তব অধঃপতনের পিছনে ছিল হৃদয়হীনতা। কবি হয়ে পড়েন নিরস্ত্র তিমিরাচ্ছন্নতার সম্মুখীন। কবি একটা জায়গায় তাই বলেছেন– 'বেবুনের রাত্রি নয়, তাঁর হৃদয়ের রাত্রির বেবুন'। কিন্তু অন্ধযুগতমসা ও উদ্ভ্রান্তি থেকে মানব অন্তর্লোকে প্রেমাবেগে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে চেয়েছেন বারংবার। বিচিত্র বিদ্রূপ ও উদ্ভ্রান্তির বিপরীতে সংবেদনশীল মানসিকতায় পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। নাগরিক কলুষতাময় পরিবেশে প্রেম একসময় কাব্যজগতে চিরন্তন ঐশ্বর্য ও মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে

চেয়েছে। বনলতা সেনের সুদর্শনা নারী লীন না হয়ে যুগসঞ্চিত পথে তাঁর প্রেমিকের চেতনাকে করেছিল অমৃতসূর্যমুখী। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে কবি সেই উপলব্ধিতে প্রেম ও মূল্যবোধের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। নিসর্গ প্রকৃতি পাঠকের চোখে যেন এক অন্ধকারময় নাগরিক সঙ্কটময় জগৎরৌদ্রের অনন্ত তিমিরের মতো জেগে 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' অস্তিত্বে নিমজ্জিত মানুষ দিশাহীন চোখে আশার আলো খুঁজে ফিরেছিল। আসলে এ এক সময়াচ্ছন্ন অন্ধকার, সভ্যতার জান্তব অধঃপতন ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী। সাতটি তারা আমাদের মনে নিয়ে আসে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনুষঙ্গ যা চিরকাল অন্ধকার রাত্রিতে বিপর্যয়ের ঘনঘটায় মানবকে পথ দেখায়।

২

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারা আজ আর আলোক দিশারী নয়, তারা তিমিরাচ্ছন্নতায় অবলীন। স্বাভাবিকভাবেই এই আবিশ্ব ঘোর অমানিশায় পথভ্রষ্ট মানবিক পৃথিবীতে প্রেম ও প্রকৃতির ভূমিকা গৌণ বা অপ্রধান হয়ে পড়েছে। কারণ ইতিপূর্বে জীবনানন্দের কবিতায় যে প্রেম শুভ চেতনার বার্তাবাহী ছিল তাই এখন বীতপ্রেম বিশ্বাসশূন্যভাবে অঙ্কিত হয়েছে। 'রাত্রি' কবিতাটি সর্বমোট আটটি স্তবকে বিন্যস্ত। কবিতার সূচনায় রাত্রির গভীর অন্ধকারে যখন লোকজন দুপুর রাতে নগরীর বুকে দলবেঁধে নাচে তখন একদল কুষ্ঠরোগাকীর্ণ মানুষ হাইড্র্যান্ট খুলে জল চেটে নেয়। অথবা, হয়তোবা হাইড্যান্ট নিজেই ফেঁসে গেছিল। অর্থাৎ, কবিতার শুরুতেই কবি এক প্রত্যক্ষ বাস্তবতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। নগরজীবনের গ্লানি, রিক্ততা কবিকে বিচলিত করে তুলেছিল। কুষ্ঠরোগীর চিত্রকল্প, নগরজীবনের অসুস্থতাও বিকারগ্রস্ত দিকের সূচক। এ যেন জীবনের অবাঞ্ছিত ঘৃণ্যস্বরূপ যাকে মানুষ এড়িয়ে চলতে চায়। অথচ সভ্যতারূপী রাক্ষস তাকে পথ ছাড়ে না। জল চেটে নেওয়ার চিত্রকল্প জলপানের সরলতার বিবর্তে এক অসহায়তা, ঘৃণ্যতার ভয়াল পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে। নাগরিক প্রশাসনের অবহেলা হয়তোবা হাইড্র্যান্টের প্রবাহকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। 'দুপুর রাতে নগরীতে দল বেঁধে নামে' অর্থ মধ্যরাতে গভীর নির্জনতার সুযোগে দলবদ্ধ রাহাজানি বা লুঠতরাজের ফলে অনিশ্চয়তা ও বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নিরাপত্তাহীনতার অন্ধকার যেন বর্তমান যুগসভ্যতার মারণব্যাধি। 'এক মোটরগাড়ি গাড়লের মতো অস্থির পেট্রোল ঝেড়ে কেশে চলে যাওয়া' অর্থ যন্ত্রনির্ভর নাগরিক সভ্যতার বিভৎস রূপ প্রতিভাত হওয়া। 'গাড়ল' অর্থ যার নিজস্ব বিচারবোধ নেই। অর্থাৎ উন্মাদ ব্যক্তির মতো বর্তমান সভ্যতার প্রতিনিধি পেট্রোলের গ্যাস

নির্গত করে পরিবেশকে কলুষিত করে চলেছে। এখানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, বিচারবোধহীন, যন্ত্রসভ্যতার ভয়াবহ রূপ ও অস্থিরতাকে অন্ধঅনুগত্যে চলার প্রবণতায় রূপায়িত করেছেন কবি। নগরজীবনের ভয়াবহ বিপন্নতার প্রতীকরূপে ছত্রটিকে ব্যবহার করেছেন। কবি তাই বলেছেন, মানুষ অনেক সময় সতর্কতা অবলম্বন করলেও কখনো বা ভয়াবেশে জলেও পতিত হয়। মায়াবীর মতো যাদুবলে তিনটি রিক্সা ছুটে গিয়ে যেন মিলিয়ে গেল গ্যাসবাতিটিতে। অর্থাৎ, গ্যাসের আলোকোজ্জ্বল কলকাতা নগরীর মায়াবী দৃশ্য যেন এক অলৌকিক জগতের মোহ সৃজন করেছে। তিনটি দ্রুত ধাবমান রিক্সার চাক্ষুস অভিজ্ঞতার দৃশ্য কবিচক্ষে দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধকালীন পৃথিবীতে হতাশা, বিষাদগ্রস্ত, রিক্ত পটভূমির মাঝে পরাবাস্তবের চিত্র ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এখানে বাস্তবদৃষ্ট ও মননের সংমিশ্রণে বুদ্ধিদীপ্ত জগতের বিবর্তে এক অনুভূতির জগৎ সৃজিত হয়েছিল। আমি অর্থে স্বয়ং কবি অর্থাৎ বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর নগর সভ্যতার প্রকৃত সত্তা অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি। যিনি ফিয়ারলেন পরিত্যাগ করে মাইলের পর মাইল হেঁটে দেওয়ালের পাশে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে দাঁড়ান টেরিটি বাজারে। এই গমন এক অর্থে হঠকারী এবং অবিবেচনা প্রসূত। আসলে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট বা টেরিটি বাজারের মতো জনবহুল বাণিজ্যিক এলাকা হল নগরজীবনের কেন্দ্রমূল যেখানে আছে অর্থের দাপট, কোলাহল এবং সর্বোপরি মুনাফার লেলিহান শিখা। এখানকার বাতাস তাই রসকষহীন চীনাবাদামের মতোই বিশুষ্ক, নেই কোনো আদ্র পরিমণ্ডল। চীনাবাদামের ঘোলের অনুষঙ্গে নগরজীবনের নীতিহীনতার রিক্ততা, বিপর্যস্ত মূল্যবোধের শূন্যতা, সর্বশান্ত মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুর নির্বিকার ঔদাসিন্য আভাসিত হতে দেখা গেছে। তাই কবি উচ্চারণ করেছেন—

"আমিও ফিয়ারলেন ছেড়ে দিয়ে হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে দেয়ালের পাশে দাঁড়ালাম
বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে গিয়ে টেরিটি বাজারে
চীনাবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে"

৩

পরবর্তী অংশে কবি বলেছেন, মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে। তখন তা যেন নাগরিক সভ্যতার বহিরঙ্গ প্রসাধন, চোখে ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে শরীরী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়। নগর সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল অবস্থা ও গালে চুমো খাওয়ার ব্যঞ্জনায় নগর সভ্যতার মায়াবৃত কুহকিনী দিকটি প্রকটিত হয়ে ওঠে। এরপরে বর্ণনা অনুসারে কেরোসিন, কাঠ, গালা, গুনচট প্রভৃতি বস্তুর উপস্থিতিতে পাঠক

চোখে ভেসে ওঠে শহর কলকাতার গলির মধ্যে গজিয়ে ওঠা কলকারখানার চিত্রকল্প। চামড়ার ঘ্রাণ, ডাইনোমোর গুঞ্জন, ধনুকের ছিলায় টান রাখা ইত্যাদি অনুষঙ্গ গুলির মাধ্যমে কর্মমুখর, ব্যস্ত, যাত্রানির্ভর নাগরিক সভ্যতার অস্থির উত্তেজনা, যুগের আর্তিকে কবি সুনিপুণ হস্তে রূপদান করেছেন। এই স্তবকে নগরজীবনের যান্ত্রিকতা, বিষণ্ণতা, অপরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিরূপ দিক গুলি কবির লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চামড়ার ঘ্রাণ আর ডাইনোমোর গুঞ্জন আসলে বায়ু ও শব্দ দূষণের ভয়াবহরূপের সূচক। মৃত ও জাগ্রত পৃথিবীকে টান রাখা অর্থে কর্মহীন ও কর্মমুখর উভয় প্রকার অস্থির উত্তেজনায় সত্তার বহিপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। এরপর কবি ব্রাহ্মবাদিনী, অমৃতলোকাকাঙ্ক্ষিনী যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী এবং দুরন্ত রক্তপিপাসু হুন সম্রাট আত্তিলার কথা স্মরণ করেছেন। মৈত্রেয়ী ও আত্তিলা মানব সভ্যতার অগ্রগতির দুই উজ্জ্বল প্রতিভূ। মৈত্রেয়ীর প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্য দিয়ে কবি ব্রাহ্ম পরায়ণা, অমৃতলাভ, আত্মিক ঐশ্বর্য ও মানবিক মহিমান্বিত দিকটিকে উদ্ভাসিত করেছেন। সভ্যতার গাঢ় অন্ধকারে থেকে কবির মনে পড়েছে ব্রাহ্মবাদিনী, আদর্শ নিষ্ঠধ্বনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্মিনী মৈত্রেয়ীর কথা। আবার বর্তমান বিস্মৃতি মানবসভ্যতার দিকটিকে প্রকটিত করে তুলতে আত্তিলার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন কবি। আত্তিলা তার ভয়াবহ রক্তলোলুপ, যুদ্ধোন্মাদ মনোবৃত্তি নিয়ে মানব ইতিহাসকে কলঙ্কিত করলেও বর্তমান মানসিকতার প্রেক্ষিতে তাকে অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে তুলেছে। কবি সভ্যতার ভয়াল ট্র্যাজেডি রূপটাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন।

তাই মৈত্রেয়ীর শ্লোক আওড়ানো আর আত্তিলার রাজ্য জয়ের মধ্যদিয়ে ব্যঙ্গনিপুণতা লক্ষিত হয়। পরবর্তী স্তবক জুড়ে আছে নাগরিক জীবনের নানা বর্ণময় চিত্র। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও এক ইহুদি রমণীর গান যেন অসঙ্গতও বিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়। সে থাকে অর্ধজাগ্রত অবস্থায়। হয়তোবা কলকাতার শহুরে ব্যস্ত ছন্নছাড়া অবক্ষয়িত হতশ্রী অবস্থার মাঝেও এমন একজন আছেন যে একান্ত নিজের সুরে গান গেয়ে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে ফেরেন। পিতৃপুরুষেরা এ গানের মর্মার্থ অনুধাবনে অসমর্থ তারা জানেন না কাকেই বা গান বলে আর কাকেই বা বলে সোনা, তেল, কাগজের খনি, অর্থাৎ যার দ্বারা অর্থ উপার্জন করা যায়। একঅর্থে বর্তমান সভ্য সমাজের সঙ্গীতের শিল্প মূল্য অপেক্ষা কাগজ, তেল, সোনা ইত্যাদির আর্থিক মূল্য অনেকগুণ বেশি। তাই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ইহুদি রমণীর নিভৃত সঙ্গীত অর্থহীন বলেই প্রতিপন্ন হয়। কবি সেই দিকের প্রতি ব্যাঙ্গের কশাঘাত হেনেছেন—

"পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি"

নাগরিক জীবনচিত্র আরো প্রসারিত হয় পরবর্তী অংশে লোল বা লেলিহান নিগ্রো হাসিতে এক ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকের চলে যাওয়া যেন কেতা দূরস্ত নাগরিক সভ্যতারই পরিচয়বাহী। তার লোল নিগ্রোর হাসি যেন জীবনের কামাতুর প্রকাশ। মানুষের বিশ্বাস হয়ে পড়েছে গরিলার মতো মাংসাশী প্রাণীর জান্তব পাশবিকতার মতো। শহর কলকাতার নৈশ জীবনের সুন্দর শহরে সভ্যতার মোড়কের অন্তরালে জীবনের ক্লেদাক্ত, লোভাতুর, হিংস্র, আদিম, পশুসুলভ ভয়াবহ রূপটিকে কবি প্রকট করে তুলেছেন। অন্তিম স্তরে কবি ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত হেনেছেন যেখানে—

"নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।"

৪

অর্থাৎ নাগরিক সভ্যতায় যতই স্বাচ্ছন্দ্য, চাকচিক্য বা ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, তা যদি নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানে শুধু অবক্ষয়, দিনতা, কামনা-বাসনার নির্লজ্জ অসংবরণীয়তার প্রকাশ। সে কারণে মহৎরাত্রিও হয়ে ওঠে কলুষতার গ্লানি ভরা অন্ধকারাচ্ছন্ন লিবিয়ার জঙ্গলের ন্যায়। কবির মনে হয়েছে সভ্যতার আপাত মুখোশের অন্তরালে নাগরিক জীবনের অধিবাসীরা অনেক বেশি বিপদসংকুল ও ভয়াল পরিবেশে অবস্থান করছে। এখানকার জন্তুরা অর্থের লোভে নিত্যতাড়িত, বেতনভোগী। নাগরিক সভ্যতায় সুস্থ মানবিক বৃত্তির পরিবর্তে হিংস্র, কামাতুর, ক্লেদাক্ত মাসসিকতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষিত হয়। এখানকার মানুষজন পোষাক পরলেও তা কেবল লজ্জা নিবারণের কারণেই। তাদের পোষাক আসলে প্রতারণার ছদ্মবেশ মাত্র। কেননা পোষাকের অন্তরালে আছে সভ্য নামধারী ভয়াবহ জন্তুর প্রকৃতির মানুষ। এখানে কবির সভ্যতাবিদ্বেষী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

কবি জীবনানন্দ বাংলা আধুনিক কাব্য জগতে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। স্বাতন্ত্র্য জীবনবোধ, অনন্য সাধারণ প্রকৃতি সৃষ্টি ও অভিনব কবিতার ভাববস্তু নিয়ে আধুনিক কাব্য জগতে তাঁর পদার্পণ। তাঁর সিংহভাগ কবিতার বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও মানুষ। একই সঙ্গে উপমা-চিত্রকল্পের ব্যবহারে অসাধারণ নিপুণতা পাঠক ও শ্রোতার মনকে নিবিষ্ট করে তোলে। বস্তুবাদ বনাম আদর্শবাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর কবিতার অন্যতম লক্ষ্য। প্রবল নৈরাজ্যের মাঝেও তিনি আশাবাদকে ধ্বনিত করে তোলেন। যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতিতেও মানবজীবন ও সভ্যতার জটিল অন্ধকারময় দিকগুলি রাত্রি কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার

উত্তাল ও ঘূর্ণাবর্তময় মুহূর্ত, বাস্তবের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার জগৎ, অভ্যন্তর ও বহিরঙ্গ জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন, অস্তিত্বের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব, জীবনান্দের কবিকল্পনা পরাবাস্তবের দিকে নিবিষ্ট হয়েছিল। নবজীবনের স্বপ্নলোকের অন্বেষণে কবি অন্ধকার জগতে নামতে চেয়েছেন তাই তিনি রাত্রির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর মহিমা বোঝা যায় না তেমনি কলুষতা ঘেরা পথেই নবচেতনার শতদল বিকশিত হয়ে ওঠে। এজন্য কবি ব্যবহার করেছেন নানা উপমা ও চিত্রকল্পগুলিকে। রাত্রি কবিতায় কবি নানা উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন—

ক) রাস্তায় গাড়লের মতো কেশে যাওয়া মোটর কার।
খ) চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস।
গ) গরিলার মতো বিশ্বাস।
ঘ) লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।

সবগুলিই সভ্য শহুরে জীবনের নেতিবাচক দিকগুলিকে উপস্থাপিত করে তোলার জন্য ব্যবহার করেছেন। নানা চিত্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে- 'ফিরিঙ্গি যুবকের চলে যাওয়া' কিম্বা 'একান্ত নিজের সুরে গান গাওয়া আধ জাগা ইহুদী রমণীর' প্রসঙ্গ, প্রভৃতি। শুধু তাই নয়, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অসাধারণ নিপুণতা 'রাত্রি' কবিতার ছত্রে ছত্রে আছে। কাব্যিক, অকাব্যিক নানা শব্দ, যেমন, 'ফেঁসে', 'গাড়ল' এধরনের অকাব্যিক শব্দের ইচ্ছাকৃত ব্যবহারে নগর জীবনের ক্লেদাক্ত রূপটি প্রকাশিত হয়। তেমনি, 'লাল' শব্দে লালসার কদর্যতা, এবং গরিলার বিশ্বাস শব্দে জান্তব পাশবিকতার প্রকাশ লক্ষিত হয়। একই সঙ্গে অন্ত্যমিল, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়াপদ এবং নানা বিদেশি শব্দের (যেমন, হাইড্র্যান্ট, স্ট্রীট, ডাইনামো, ফিরিঙ্গি, ফিয়ারলেন, ইত্যাদি) ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শব্দগুলি নগর জীবনের চটুলতা, অবক্ষয়, অশোচনীয়, ভয়াবহ কদর্য রূপের প্রতীক রূপে চিহ্নিত হয়।

৫

শুধু তাই নয়, বেশ কিছু পৌরাণিক অনুসঙ্গ, যেমন, যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী দেবীর কথা আছে। যিনি সমস্ত অর্থসম্পদ ও ঐশ্বর্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন অমৃত মন্ত্রলাভের সন্ধানে। আবার হুন সাম্রাজ্যের রক্ষাকারী আত্তিলার প্রসঙ্গ আছে, যা কিছুটা ঐতিহাসিক। আত্তিলাও প্রচণ্ড পরাক্রমশালী এবং রণনিপুণ ছিলেন। তাঁর রাজ্য জয়ের প্রসঙ্গ কবিতায় বর্ণিত হয়েছে উপমা বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে। এছাড়াও বৈদিক অনুসঙ্গ রূপে 'পিতৃলোকের' কথা আছে। এই সকল অনুসঙ্গই কবি নগর চেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে তুলে ধরেছেন।

পরাবাস্তবের মধ্যে তিনি নন্দনতত্ত্বের সন্ধান পান যা জীবনের পুনর্নির্মাণ ও সার্বিক মুক্তির পথপ্রদর্শক। কল্পনার প্রসার ধীরে ধীরে বাস্তবের দিকে অগ্রসর হয়েছে। কবি 'রাত্রি' কবিতার মধ্য দিয়ে নতুন বোধের জগতে উপনীত হতে চেয়েছেন, যা ভঙ্গুর সমাজের অতল গভীর থেকে নবমূল্যবোধের সূচক। বস্তুশাসনের সীমাকে অতিক্রম করে মানবিক উপলব্ধির শাশ্বত মুহূর্তে পৌঁছাতে চেয়েছেন। সেই মূল্যবান উপলব্ধির মাঝে যদিওবা ক্লেদাক্ততার চিহ্ন আছে, তবুও তাতে যুক্ত হয়েছে যুগের অবিচ্ছিন্ন কবি চেতনা, যা 'রাত্রি' কবিতাটিকে আরও ব্যঞ্জনাবহ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

গ্রন্থ-সহায়ক :

১| গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল: আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

২| গুহ ভূমেন্দ্র: আলেখ্য: জীবনানন্দ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

৩| চট্টোপাধ্যায় তপনকুমার: রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ ও তাঁর কবিতা পাঠ, বাংলা সাহিত্য একাডেমী, গ্রন্থ বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

৪| জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, আদিত্য পুস্তকালয়, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

৫| দাশ জীবনানন্দ, কবিতার কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রা: লি:, ৪৫ , বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

৬| ভট্টাচার্য তপোধীর ও ভট্টাচার্য স্বপ্না: জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব, দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

৭| মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, বাংলা কবিতা : পর্বে : পর্বান্তরে (ঈশ্বরগুপ্ত থেকে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়), প্রজ্ঞা বিকাশ , ৯/৩ , রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০৭৩

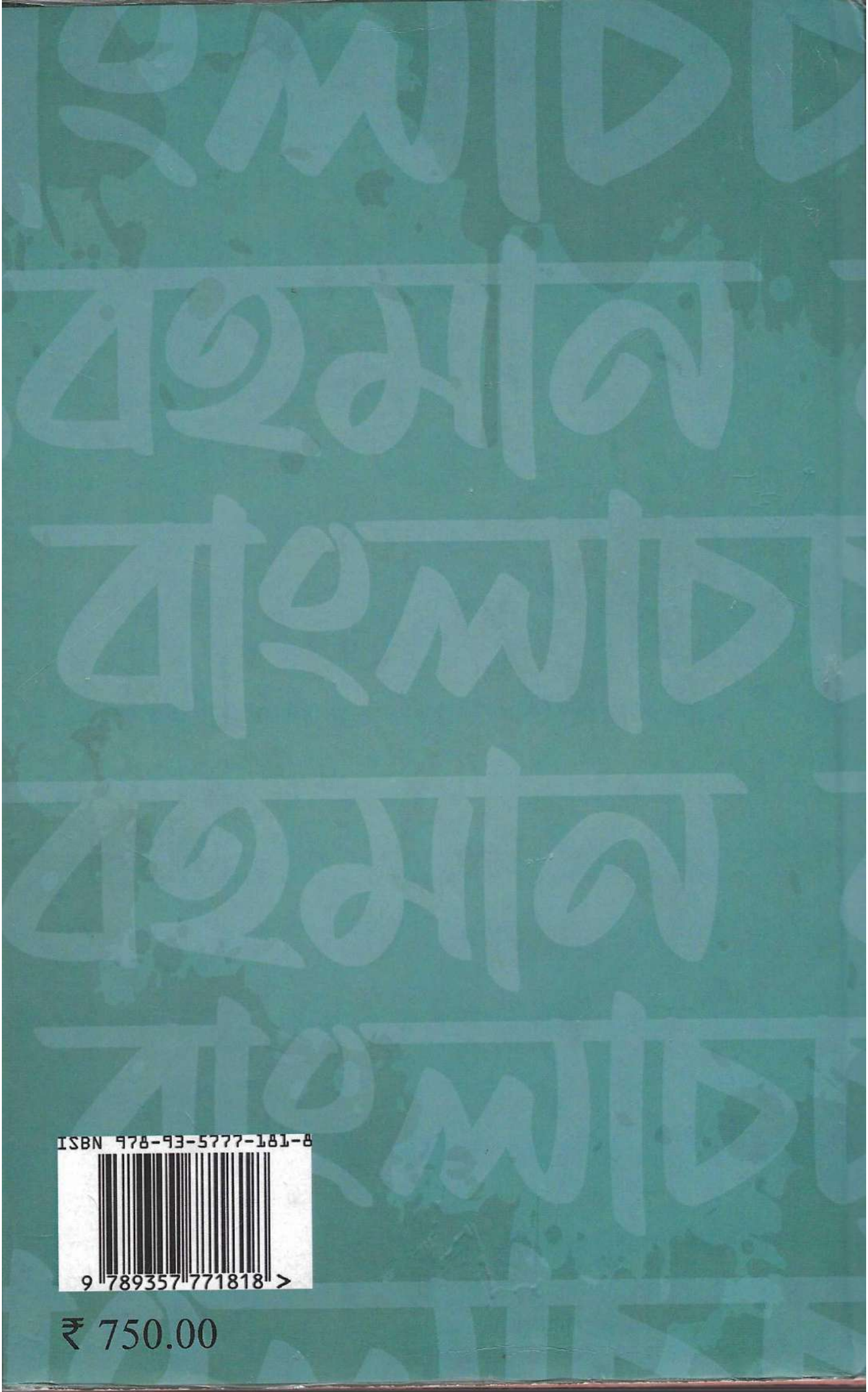

ISBN 978-93-5777-181-8
9 789357 771818 >

₹ 750.00